91794 - সৃষ্টকিুলরে সর্বনকিৃষ্ট মানুষগুলোর উপর কয়িামত সংঘটতি হবে

প্রশ্ন

আমি শুনছে যিে, কয়িামতরে আগে মুমনি থাকবে না, আল্লাহ্‌র নাম স্মরণ করা হবে না। এটি কি কয়িামতরে একবোরে অব্যবহতি পূর্বে; নাকি দাজ্জালরে আত্মপ্রকাশরে পূর্ববর্তী সময়কাল? এই ইস্যুটরি কারণে আমি পরেশোনতিে আছি। কনেনা আমি জানি যে, কয়িামতরে পূর্বে মুমনিদরে পারসন্টেজি বড়েে যাবে এবং পুনরায় আল্লাহর শরয়িত বাস্তবায়ন করা হবে? সুতরাং তা কভিাবে?

প্রয়িউত্তর

আলহামদু লল্লিাহ।.

সহহি সুন্নাহ প্রমাণ করে যে, কয়িামত সৃষ্টকিুলরে সর্বনকিৃষ্ট মানুষগুলোর উপর সংঘটতি হবে। যখন পৃথবিীতে 'আল্লাহ্‌' বলা হবে না। এটি দুনয়িার আয়ুর শষে দকিে, দাজ্জালরে আবর্িভাব, ঈসা আলাইহসি সালামরে হাতে সে নহিত হওয়া, ইসলাম ও মুসলমানদরে বজিয় লাভ এবং গোটা পৃথবিীতে শরয়িা বাস্তবায়নরে পরবর্তী সময়কালে। সহহি বুখারী (২২২২) ও সহহি মুসলমিে (১৫৫) আবু হুরায়রা (রাঃ) থকেে বর্ণতি আছে যে, তনিি বলনে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেনে: "ঐ সত্তার শপথ যার হাতে রয়ছেে আমার প্রাণ! অচরিইে ন্যায় পরায়ণ শাসক হসিবেে ঈসা বনি মারয়িাম আপনাদরে মাঝে অবতীর্ণ হবনে। তনিি ক্রিশকে ভঙ্গেে ফলেবনে, শূকরকে হত্যা করবনে, জযিয়িাকে প্রত্যাহার করবনে এবং সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, গ্রহণ করার জন্য কউে থাকবে না"।

সহহি মুসলমিরে অপর বর্ণনাতে এসছেে: 'আল্লাহ্‌র শপথ! অবশ্যই ইবনে মারয়িাম ন্যায়পরায়ন বচিারক হসিবেে অবতীর্ণ হবনে। অবশ্যই তনিি ক্রিশকে ভঙ্গেে ফলেবনে, শূকরকে হত্যা করবনে, জযিয়িাকে প্রত্যাহার করবনে। প্রাপ্ত-বয়স্কা উটনীকে ছড়েে রাখা হবে; এর প্রতি কারো আগ্রহ থা কবে না। পরাস্পারকি বদ্বিষে, শত্রুতা ও হংিসা দূরীভূত হয়ে যাবে। মানুষকে সম্পদ নতিে ডাকা হবে; কনি্তু কউে সম্পদ গ্রহণ করবে না।"

ইমাম নববী (রহঃ) বলনে: "হাদসিটরি মর্ম হলো: অধকি সম্পদ, আশাহীনতা ও প্রয়োজন না-থাকা এবং কয়িামত নকিটবর্তী জানার কারণে উটনী রাখার প্রতি আগ্রহ থাকবে না। হাদসিে উটনীর কথা উল্লখে করা হয়ছেে যহেতেু আরবদরে কাছে উটনী হচ্ছে সর্বাধকি মূল্যবান সম্পদ। এই হাদসিটি আল্লাহ্‌ তাআলার বাণী: 'যখন দশ মাসরে গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলোকে উপক্ষো করা হবে"/[সূরা তাকবীর, আয়াত: ৪] এর মর্মরে সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। হাদসিরে ভাষ্য: "এর প্রতি কারো আগ্রহ থাকবে না"

এর মানে হচ্ছে: উটনীর মালিকেরা উটনীর ব্যাপারে অবহেলা করবে, যত্ন নেবে না"।[সমাপ্ত]

এই সময়কালটি কল্যাণ, ঈমান ও ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের উত্থানের সময়। এরপর অপর একটি সময় আসবে যখন ঈমানদারদের সংখ্যা কমে যাবে। অবশেষে আল্লাহ্‌ তাআলা এমন একটি বায়ু পাঠাবেন যা সব ঈমানদারের রুহ কবজ করবে। ফলে খারাপ লোক ছাড়া আর কেউ জীবিত থাকবে না এবং যাদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

ইমাম মুসলিম (১৪৮) আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "পৃথিবীতে 'আল্লাহ্‌' 'আল্লাহ' ডাকা অবধি কিয়ামত সংঘটিত হবে না"।

ইমাম আহমাদ (৩৮৪৪) আব্দুল্লাহ্‌ বিন মাসউদ (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, তিনি বলেন: "সর্ব নিকৃষ্ট মানুষ হবে তারা যারা জীবিত থাকা অবস্থায় তাদের উপর উপর কিয়ামত সংঘটিত হবে এবং যারা কবরগুলোকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করবে" [শুয়াইব আল-আরনাউত মুসনাদে আহমাদ গ্রন্থের তাহকীক করতে গিয়ে হাদিসটিকে হাসান বলেছেন]

সময়ের এ ধাপগুলোর বিস্তারিত বিবরণ সহিহ মুসলিম কর্তৃক সংকলিত (২৯৪০) আব্দুল্লাহ্‌ বিন আমর (রাঃ) এর হাদিসে উদ্ধৃত হয়েছে। তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন: "আমার উম্মতের মধ্যে দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করবে। সে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। তখন আল্লাহ্‌ ঈসা বিন মারয়িাম আলাইহিস সালামকে পাঠাবেন। যেন তিনি উরওয়া বিন মাসউদ। তিনি দাজ্জালকে তলব করবেন এবং হত্যা করবেন। এরপর সাত বছর মানুষ এভাবে কাটাবে যে, দুইজনের মধ্যে কোন শত্রুতা নেই। এরপর আল্লাহ্‌ শামের দিক থেকে শীতল বায়ু পাঠাবেন। এই বায়ু প্রত্যেকে যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ কল্যাণ বা ঈমান রয়েছে তার রুহকে কবজ করবে। এমনকি তোমাদের কেউ যদি পাহাড়ের কলিজার ভেতরে প্রবেশ করে সেখানে প্রবেশ করে তার রুহ কবজ করবে। তিনি বলেন: এরপর পাখির চপলতা ও হিংস্রজন্তুর স্বপ্নধারী নিকৃষ্ট মানুষেরা বেঁচে থাকবে; যারা ভাল কিছু জানে না এবং মন্দ কিছু থেকে বারণ করে না। এক পর্যায়ে শয়তান মানুষের আকৃতি ধরে বলবে: তোমরা কি আমার ডাকে সাড়া দিবে? তারা বলবে: তুমি আমাদেরকে কিসের নির্দেশ দাও? সে তাদেরকে মূর্তিপূজার নির্দেশ দিবে। এ অবস্থাতেও তারা পরিপূর্ণ জীবিকা পাবে এবং সুন্দর জীবনযাপন করবে। অতঃপর সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে।

ইমাম নববী তাঁর ব্যাখ্যাগ্রন্থে বলেন: হাদিসের ভাষ্য: فِي كَبِد جَبَل (পাহাড়ের কলিজার ভেতরে) অর্থাৎ পাহাড়ের মধ্যখানে ও ভেতরে। হাদিসের ভাষ্য: فَيَبْقَى شِرَار النَّاس فِي خِفَّة الطَّيْر وَأَحْلَام السِّبَاع (এরপর পাখির চপলতা ও হিংস্রজন্তুর স্বপ্নধারী নিকৃষ্ট মানুষেরা বেঁচে থাকবে): আলেমেরা বলেন: এর মর্ম হলো: মন্দ কাজ, কামনাবাসনাকে পূরণ এবং অন্যায়ের দিকে তারা পাখির উড্ডয়নের মত দ্রুত ছুটে যাবে। আর একজন অপরের উপর অন্যায় ও জুলুম করার ক্ষেত্রে হিংস্রজন্তুর স্বভাবগত চরিত্রধারী হবে।

ইমাম মুসলিম (২৯৩৭) আন-নাওআস বিন সামআন (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেন: এক ভোরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জালের কথা আলোচনা করছিলেন...। এরপর তিনি ঈসা বিন মারয়িাম আল-মাসীহ আলাইহিস সালাম অবতরণের কথা উল্লেখ করেন। তিনি দামেশকের পূর্বে অবস্থিত শুভ্র মিনারাতে তাঁর দুই হাত দুই ফেরেশতার ডানাতে রেখে অবতরণ করবেন। অতঃপর তিনি তাকে (মসীহ দাজ্জালকে) তালাশ করবেন। এক পর্যায়ে তাকে বাবে লুদ্ধ-এ পাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন...। এরপর তিনি ইয়াজুজ-মাজুজের বহিঃপ্রকাশ ও তারা ধ্বংস হওয়ার কথা উল্লেখ করেন। এরপর পৃথিবীকে বলা হবে: তুমি তোমার ফল ফলাও এবং বরকত ফিরিয়ে দাও...। ইতোমধ্যে আল্লাহ্ উত্তম একটি বায়ু পাঠাবেন; যে বায়ু তাদেরকে বগলের নীচ থেকে আক্রান্ত করবে এবং প্রত্যেক মুমিন ও মুসলিমের রূহ কবজ করবে। অতঃপর নিকৃষ্ট মানুষ ছাড়া আরও কেউ বেঁচে থাকবে না। তারা গাধার মত জনসম্মুখে নারীদের সাথে সহবাস করবে। এ সকল ব্যক্তিদের উপরই কিয়ামত সংঘটিত হবে।

আমরা আল্লাহ্‌র কাছে আমাদের জন্য ও আপনার জন্য তাঁর ইবাদত করতে পারা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য তাওফিক প্রাপ্তির দোয়া করছি।

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।